কালের কণ্ঠ
তারিখ ‥ 15 MAY 2016 ‥
পৃষ্ঠা ‥ কলাম ‥

বেসরকারি কলেজে অনার্স কোর্স আলোর নিচে অন্ধকার

আহমদ সিরাজ ▷

সরকার প্রত্যাশার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন প্রায় দ্বিগুণ করে দিল। অথচ বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের বঞ্চিত বা শূন্যের কোঠায় রাখা হলো। বেসরকারি কলেজের সম্মানিত গভর্নিং বডির কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য বছরে ৩০০ কোটি টাকা আদায় করে শিক্ষকদের মাত্র ৪২ কোটি টাকা কোন কাণ্ডজ্ঞানে দেওয়া হয়ে থাকে? এটা তো কোনো প্রকল্প নয় যে ইনকাম জেনারেটিং বা আয়বর্ধক হয়ে প্রকল্পে জমা হবে

দেশ স্বাধীনের পর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন দৃশ্যমান এবং তা ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এত কিছুর পরও কিছু কিছু বিষয় বা ঘটনার হিসাব মেলানো যায় না।

১৯৮২ সালে প্রণীত জনবল কাঠামোয় এইচএসসি পর্যায়ে একজন ও ডিগ্রি পর্যায়ে একজন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির বিধান করা হলেও ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবিধি মোতাবেক সাত হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করে উচ্চশিক্ষার দ্বার বিস্তৃত করা হয়। বলা চলে, এটি নগরজীবনের বাইরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। পাশাপাশি সাত হাজার শিক্ষককে এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, যা তাঁদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি।

অথচ বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৯৪। তাদের কাছ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ মাসে ৫০০ টাকা হারে বছরে ৩০০ কোটি টাকার মতো আদায় করে। বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের সাত হাজার শিক্ষকের পেছনে সাকল্যে ৪২ কোটি টাকার মতো খরচ হয়। প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রম বাদে তিন হাজার থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক স্থির বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। একজন রিকশাচালক বা দিনমজুর থেকে তাঁদের কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে।

সাত হাজার শিক্ষককে ২২ হাজার টাকা স্কেলে বেতন দিলে বছরে ২৪২ কোটি টাকার মতো দিতে হবে। কিন্তু সরকার বা কলেজ কর্তৃপক্ষ তা না করে তাঁদের একটা অনিশ্চিত অমানবিক ন্যায়বিচারহীন জীবনকেই যেন নিশ্চিত করে তুলেছে। ৪৯৪টি বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্স কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করলেও তারা শিক্ষকদের না দিয়ে পতিত অবস্থায় রেখে দেয়। তার কোনো জবাবদিহিও চোখে পড়ে না।

এসব বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকরা পদমর্যাদায় অন্য শিক্ষকের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলেও তাঁরা মাসিক কোনো সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে আসছেন।

শিক্ষক হিসেবে, বিষয় হিসেবে এটা তাঁদের কোনো নতুন দাবি নয়। বিধিমতো নিয়োগপ্রাপ্ত এসব শিক্ষকের যথারীতি অন্য শিক্ষকদের মতো বেতন-ভাতাদির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। বিষয়টি যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ, ডিজি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর নজরে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। বিষয়টি যে সরকারের তহবিলের অভাবে হচ্ছে না, তা-ও নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকটা না চাইতেই সরকার প্রত্যাশার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন প্রায় দ্বিগুণ করে দিল, যা কেবল যুগান্তকারীই নয়, এক ধরনের ঐতিহাসিক উল্লম্ফনও বলা চলে। অথচ বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের বঞ্চিত বা শূন্যের কোঠায় রাখা হলো। সরকারের নীতি বা ঘোষণা তাদের স্পর্শই করল না। এসব বেসরকারি কলেজের সম্মানিত গভর্নিং বডির কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য বছরে ৩০০ কোটি টাকা আদায় করে শিক্ষকদের মাত্র ৪২ কোটি টাকা কোন কাণ্ডজ্ঞানে দেওয়া হয়ে থাকে? এটা তো কোনো প্রকল্প নয় যে ইনকাম জেনারেটিং বা আয়বর্ধক হয়ে প্রকল্পে জমা হবে। এসব স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার মাত্রা চিহ্নিত করে।

একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য শিক্ষক ও একই প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের প্রতি অমানবিকতার স্বরূপ কেবল ভয়ংকরই নয়, বিপজ্জনকও। কালবিলম্ব না করে এর একটি সুরাহা হওয়া জরুরি।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক